97142 - স্ত্রী ও সন্তাদের প্রতি স্বামীর কর্তব্য

প্রশ্ন

স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর কর্তৃত্বশীল। স্বামীর ইলম ও দ্বীনদারি কোন স্তরের হওয়া আবশ্যক? উদাহরণস্বরূপ যদি স্ত্রী বা সন্তানেরা শরিয়তে নিষিদ্ধ কোন কাজ করে স্বামী কি আমানত নষ্ট করা ও নিষিদ্ধ কাজটি করার আগে তাদেরকে উপদেশ না দেয়ার জন্য গুনাহগার হবে ও আল্লাহ্‌র শাস্তির উপযুক্ত হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

নেককার স্বামীর বৈশিষ্ট্য জানার জন্য 5202 নং ও 6942 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

দুই:

“পুরুষ তার পরিবারের কর্তা ও তার অধীনস্তদের ওপর কর্তৃত্বশীল”। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে। পুরুষ ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদের শিক্ষা ও প্রতিপালনের দায়িত্বশীল। যে ব্যক্তি এতে কসুর করায় তার স্ত্রী কিংবা সন্তানেরা কোন পাপে লিপ্ত হয় সে ব্যক্তি গুনাহগার হবেন। কারণ সে ব্যক্তি তাদের শিক্ষা না পাওয়া ও প্রতিপালন না পাওয়ার কারণ। আর যদি সে ব্যক্তি কসুরকারী না হন, কিন্তু তার পরিবারের কোন সদস্য পাপে লিপ্ত হয়; তাহলে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। কিন্তু তারা পাপে লিপ্ত হওয়ার পরও তার উপর কর্তব্য তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া, উপদেশ দেয়া; যাতে করে তারা শরিয়ত গর্হিত যে কাজে লিপ্ত হয়েছে সেটি বর্জন করে।

শাইখ সালেহ আল-ফাওযান (রহঃ) বলেন:

সন্তানদেরকে শিক্ষাদান শুরু হবে তারা বুঝবান বয়সে পৌঁছা থেকে। তখনই তাদের তা’লীম (শিক্ষা) ও তারবিয়ত (প্রতিপালন) শুরু হবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘সাত বছর বয়সে সন্তানদেরকে নামাযের আদেশ দাও, দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের মাঝে বিছানা আলাদা করে দাও।’[সুনানে আবু দাউদ, হাদিসটি সহিহ]

অতএব কোন বাচ্চা যখন বুঝদার হওয়ার বয়সে পৌঁছবে তখন তার পিতাকে নির্দেশ দেয়া হবে যাতে করে তাকে তালীম দিয়ে ও

ভাল তারবয়িত দয়ে— কুরআন শক্ষিা দয়োর মাধ্যমে, সাধ্যানুযায়ী কছিু হাদসি শক্ষিা দয়োর মাধ্যমে, শশিুর বয়সরে উপযুক্ত ইসলামী বধিবিধান শক্ষিা দয়োর মাধ্যমে, তাকে ওযু শখিানো, নামায শখিানো, ঘুমরে যকিরি আযকার শখিানো, ঘুম থকেে ওঠার যকিরি-আযকার শখিানো, পানাহাররে যকিরি-আযকার শখিানোর মাধ্যমে। কারণ বাচ্চা যখন বুঝদার হওয়ার বয়সে পৌঁছে তখন তাকে যা নর্িদশে দয়ো হয় ও যা থকেে নষিধে করা হয় সে তা বুঝতে পারে। অনুরূপভাবে তাকে অনুপযুক্ত বষিয়াবলী থকেে বারণ করা হবে। তার কাছে তুলে ধরা হবে যে, এসব কাজ করা নাজায়যে; যমেন- মথ্যিা কথা বলা, চোগলখুরী করা ইত্যাদি। এভাবে তাকে ছোটবেলো থকেে ভাল গুণ অর্জন ও মন্দ গুণ বর্জনরে উপর প্রতপিালন করা হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বষিয়। কছিু মানুষ তাদরে সন্তানদরে সাথে এটি করার ক্ষত্রেে গাফলে। অনকে মানুষ তাদরে সন্তানদরে বষিয়কে গুরুত্ব দয়ে না। তাদরেকে সঠকি দকি নর্িদশেনা দয়ে না। তাদরেকে অবহলোর উপর ছড়েে দয়ে। নামাযরে নর্িদশে দয়ে না। ভাল কাজরে দকি নর্িদশেনা দয়ে না। বরঞ্চ তারা অজ্ঞতার ওপর ও অসুন্দর চরত্রিরে ওপর বড় হয়। খারাপ ছলেদেরে সাথে মশিে। রাস্তাঘাটে ঘুরে বড়োয়। লখোপড়ার প্রতি গুরুত্ব দয়ে না। এভাবে অনকে খারাপ চরত্রিরে ওপর অনকে মুসলমি যুবক বড়েে উঠছে তাদরে পতিাদরে অবহলোর কারণে। অথচ তারা তাদরে সন্তানদরে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে জজ্ঞিাসার মুখোমুখী হবে। কনেনা আল্লাহ্‌ তাদরেকে সন্তানদরে দায়ত্বি দয়িছেনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "সাত বছর বয়সে সন্তানদরেকে নামাযরে আদশে দাও, দশ বছর বয়সে নামাযরে জন্য প্রহার কর এবং তাদরে মাঝে বছিানা আলাদা করে দাও।" এটি নর্িদশে ও দায়ত্বিারোপ। তাই যে ব্যক্তি তার সন্তানদরেকে নামাযরে নর্িদশে দয়ে না সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নর্িদশেরে লঙ্ঘন করে এবং হারাম কাজ করে, তার উপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা আবশ্যক করছেলিনে সটো বর্জন করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তোমরা প্রত্যকেে দায়ত্বিশীল। প্রত্যকেকে তার অধীনস্তদরে সম্পর্কে জজ্ঞিাসাবাদ করা হবে।"[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি] কছিু দুঃখজনক হলো কছিু পতিা দুনয়িাবী কাজকর্ম নয়িে ব্যস্ত। তারা তাদরে সন্তানদরে প্রতি ভ্রুক্ষপে করে না। তাদরেকে সামান্য সময়ও দয়ে না। তার সকল সময় দুনয়িার কাজরে জন্য। মুসলমি দশেগুলোতে এটি বপিদজনক বষিয়। এ কারণে তাদরে সন্তানরো খারাপভাবে বড় হচ্ছে। তারা তাদরে দ্বীন ও দুনয়িার কোনে কল্যাণ করছে না। ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (সুমহান ও সুউচ্চ আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোনে উপায় ও শক্তি নইে)।

[আল-মুনতাক্বা মনি ফাতাওয়াশ শাইখ আল-ফাওযান (৫/২৯৭, ২৯৮; প্রশ্ন নং ৪২১)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।